সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি : একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদেয় গবেষণা-সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

(Abstract)

গবেষক

মহাদেব দাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধন ক্রম : A00SA1201119

বর্ষ : ২০১৯-২০২০

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ অশোককুমার মাহাত

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৩

Saṃskṛta Sāhityajagate Ācārya Halāyudher Sārasvatakṛti : Ekaṭi Samīkṣā

Synopsis submitted to the Department of Sanskrit of Jadavpur University for the award of Doctor of Philosophy

DOCTOR OF PHILOSOPHY

In

SANSKRIT

By

Mahadeb Das

Registration No. – A00SA1201119

Session : 2019-2020

Under the Supervision of

Dr. Ashok Kumar Mahata

Professor, Dept. of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2023

গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

অবতরণিকা (Introduction) :

ভারতীয় আচার্যদের মতে বেদ হল অনাদিকাল থেকে চলে আসা পরমজ্ঞান। জগৎসৃষ্টির পর ঋষিরা তাঁদের দিব্য অনুভূতি বা তপস্যার দ্বারা সেই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাচীন ভারতে ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট বেদমন্ত্রগুলিকে শিষ্যরা শুনে শুনে মনে রাখতেন। সুতরাং শ্রবণযোগ্য সাহিত্য হওয়ায় বেদের অপর নাম হল শ্রুতি।

বেদভাষ্যকার আচার্য হলায়ুধ সায়ণাচার্যের পূর্ববর্তী বেদভাষ্যকারদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম *শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব*শাখার ওপর ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর রচিত ভাষ্যের নাম *ব্রাহ্মণসর্বস্ব।* সায়ণাচার্যের পরবর্তীকালেও এই শাখার ওপর ভাষ্য রচনা করেছিলেন অনন্তাচার্য ও আনন্দবোধ। কিন্তু হলায়ুধভট্টই এই শাখার ভাষ্যকারদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই বিষয়ে *কর্মোপদেশিনী* নামে হলায়ুধের একটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। তবে কেউ কেউ মনে করেন এটি *ব্রাহ্মণসর্বস্বে*রই অপর নাম।

বেদের অর্থবোধে ছয়টি বেদাঙ্গের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই ছয়টি বেদাঙ্গ হল- শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। বেদাঙ্গসমূহের মধ্যে ছন্দঃশাস্ত্রের রচয়িতা হলেন পিঙ্গলমুনি। আচার্য পিঙ্গলের সূত্রগুলির ওপর হলায়ুধ একটি বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করেন। এই বৃত্তির নাম হল *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি*।

ধীরে ধীরে সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ ঘটতে থাকে। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থকারদের দ্বারা এই ভাষাতেই দর্শনশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আছে

গৌতমাচার্যের ন্যায়দর্শন, কণাদের বৈশেষিকদর্শন, কপিলমুনির সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগদর্শন, বাদরায়ণের বেদান্তদর্শন এবং জৈমিনির মীমাংসাদর্শন। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য, শবরস্বামী প্রমুখ আচার্যগণ দর্শনশাস্ত্রসমূহের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। আরও পরবর্তী সময়ে এই দর্শনশাস্ত্রগুলি অবলম্বনে নানা দার্শনিক প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হয়। মীমাংসাদর্শন অবলম্বনে আচার্য হলায়ুধ যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন সেটির নাম হল *মীমাংসাসর্বস্ব*।

এই সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছে নানা ধরনের কাব্য ও নাটক। এই ভাষার কয়েকজন প্রথিতযশা কবি হলেন কালিদাস, ভাস, অশ্বঘোষ, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত *রামায়ণ* ও *মহাভারত* ভারতীয় সাহিত্য ও সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যাবধি ভারতীয় সমাজ এই দুটি মহাকাব্য রচনাকে উৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ সারির রচনারূপে স্বীকার করে। মানুষের জীবনও এই দুটি মহাকাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। *রামায়ণ* শিক্ষা দেয় রামের মতো আচরণ পালন করার এবং রাবণের মত আচরণ বর্জন করার। মম্মটাচার্য বলেছেন- 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবত্'।[1] এই মহাকাব্য দুটির রচনা অন্যদের কাছে সাহিত্য রচনা করার প্রেরণা জোগায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন রাজার রাজসভার সভাকবিরা আলঙ্কারিক মহাকাব্য রচনা করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের প্রশস্তিসূচক কাব্যও রচনা করেন। ইতিহাসাশ্রিত এই সমস্ত কাব্যকে ঐতিহাসিক কাব্য বলে সাহিত্য সমালোচকেরা নামকরণ করেছেন। আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত এমনই একটি ঐতিহাসিক কাব্যের নাম হল *কবিরহস্য*।

[1] কাব্য, প্রথম উল্লাস, কারিকা ২

সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে অনেক ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হয়েছে। এই ভাষাতেই পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম পাওয়া যায়। এছাড়াও পতঞ্জলি, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈয়াকরণ এই ভাষাকে আশ্রয় করেই তাঁদের ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আচার্য হলায়ুধের লেখা কবিরহস্য ঐতিহাসিক কাব্যটির সঙ্গে ব্যাকরণশাস্ত্রের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখানে নানা ধাতুর নানাবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একথা বলা যায় যে ব্যাকরণশাস্ত্রেও আচার্য হলায়ুধের অবদান আছে। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হলায়ুধের নামাঙ্কিত সকল গ্রন্থের রচয়িতা অভিন্ন হলায়ুধ কি না সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অপর একটি আলোচনার ক্ষেত্র হল কোষকাব্য। সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করেই অনেক জনপ্রিয় কোষকাব্যকার কোষগ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারতবর্ষে কোষকাব্যের প্রারম্ভ ঘটে বৈদিক শব্দের সংগৃহীত রূপ *নিঘণ্টু* নামক কোষগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে আরও অনেক জনপ্রিয় কোষগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছে। যেমন– অমরসিংহ কৃত *অমরকোষ*। অমরসিংহের মতো হলায়ুধও ছিলেন একজন জনপ্রিয় কোষকাব্যকার। তাঁর রচিত কোষগ্রন্থের নাম হল *অভিধানরত্নমালা*।

আচার্য হলায়ুধের নাম শুধু বেদভাষ্যকাররূপেই নয়, বরং জ্যোতির্বিদ্, গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ। *দ্বিজনয়ন* নামে জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে হলায়ুধের নাম জানা যায়। পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্রের* বৃত্তিতে আচার্য হলায়ুধের গণিতবিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি ছাড়া আচার্য হলায়ুধরচিত আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম উপলব্ধ হয়। এগুলি হল- বৈষ্ণবসর্বস্ব, শিবসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, দুর্গোৎসববিবেক,

মৎস্যসূক্ততন্ত্র, ক্রিয়ানিঘণ্টু, হলায়ুধস্তোত্র, শ্রাদ্ধপদ্ধতিটীকা, নবগ্রহমন্ত্রব্যাখ্যা, সংবৎসরপ্রদীপ, সেক-শুভোদয়া প্রভৃতি। তবে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে নানাবিধ বিতর্ক থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা এক এবং অভিন্ন নন।

গবেষণার বিষয়নির্ধারণ (Selection of the Topic) :

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তাঁর সম্বন্ধে গবেষণায় গুরুত্ব তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। আচার্য হলায়ুধের গ্রন্থসমূহের বিষয়ের ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। তাঁর নামাঙ্কিত সর্বস্ব গ্রন্থগুলির মৌলিকত্ব ও বিষয়বস্তু বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এছাড়া তিনি পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের বৃত্তিকার হিসাবেও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আবার একটি অভিধানগ্রন্থ *অভিধানরত্নমালা* ও একটি ঐতিহাসিক কাব্য কবিরহস্য যা ব্যাকরণের আলোচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ- এদের রচয়িতা এবং সর্বস্ব গ্রন্থগুলির রচয়িতা অভিন্ন কি না– এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন ও সংশয় আছে। এছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রন্থ আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত যাদের সম্বন্ধে তত বেশি তথ্য সহজলভ্য নয়। তাই উক্ত প্রশ্ন ও সংশয়সমূহের নিরসনের চেষ্টায় **'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা'** নামক বিষয় নির্বাচন করে একটি গবেষণাসন্দর্ভ প্রস্তুত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণাসন্দর্ভের প্রকল্প ও সম্ভাব্য অধ্যায়বিভাজন (Hypothesis & Chapterization) :

'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা' নামক গবেষণা-সন্দর্ভের মধ্যে ভূমিকা ও উপসংহার সহ মোট ছয়টি অধ্যায় রাখা হয়েছে। ভূমিকা অংশে আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে বৈদিক সাহিত্য সমেত সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তার সঙ্গে আচার্য হলায়ুধভট্টের সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় হল **সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয়**। এই অধ্যায়ে নানাবিধ গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য হলায়ুধের পরিচয় বিষয়ে সমস্যা ও নানাবিধ মত, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজাদের সঙ্গে হলায়ুধের সম্পর্ক, বঙ্গদেশের সেনবংশের সঙ্গে হলায়ুধের সম্পর্ক এবং হলায়ুধের বংশপরিচয়, পারিবারিক ও কর্মজীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করা হবে।

গবেষণা-সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়**। এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত সমস্ত রচনার সম্ভাব্য সম্পূর্ণ তালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত যে সব গ্রন্থের কথা জানা গিয়েছে, তাদের বিষয়বস্তুগত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধ রচিত নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা।** এই অধ্যায়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব* ও *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*- তিনটি গ্রন্থের বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। এখানে প্রথমে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়ে বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। সেখানে বেদভাষ্যকার হলায়ুধ ও বেদভাষ্যরূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* স্বরূপগত আলোচনা, সর্বস্ব শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, পুরাণ-স্মৃতি-নিবন্ধের আকররূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, সংস্কারতত্ত্ব, হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যাপদ্ধতির তুলনামূলক অলোচনা, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গৃহ্যসূত্রের প্রভাব, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গুণবিষ্ণুর *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* প্রভাব, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* স্বরূপ, হলায়ুধের মতে বেদ অধ্যয়নের শর্তাবলি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলির আলোচনা করা হবে।

ব্রাহ্মণসর্বস্বের আলোচনার পর এই অধ্যায়ে *মীমাংসাসর্বস্ব* বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করা হবে। এখানে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ হল– *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশেষ অধ্যয়ন এবং এই গ্রন্থের রচনাশৈলী পর্যালোচনা ইত্যাদি।

মীমাংসাসর্বস্বের আলোচনার পরেই এই অধ্যায়ে *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* বিষয়ে বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করা হবে। এখানে যে সমস্ত বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হবে সেগুলি হল- বেদাঙ্গরূপে ছন্দঃশাস্ত্রের গুরুত্ব, ছন্দঃশাস্ত্রকার পিঙ্গল ও বৃত্তিকার হলায়ুধ, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* আলোচনা, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* উপযোগিতা, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তির* রচনাশৈলী ইত্যাদি।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় হল **লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন।** সংস্কৃত সাহিত্য জগতের নানা শাখা-প্রশাখায় লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ আচার্য হলায়ুধের অবদান, তাঁর রচনায় পূর্বাচার্যদের প্রভাব এবং পরবর্তী সাহিত্যে তাঁর রচনার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলির বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে করা হবে। পরিশেষে উপসংহারে প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ও বর্তমান গবেষণার নূতন দিগ্‌দর্শন ও পরবর্তী গবেষণার সম্ভাব্য দিশা উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা-সন্দর্ভের পরিসমাপ্তি সূচিত হবে।

সাহিত্য-পর্যালোচনা (Literature Review) :

ব্রাহ্মণসর্বস্বের অনেকগুলি সংস্করণ যথা- সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রকাশনায় দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ, বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ মহাশয় সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব,* তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ মহাশয় সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* এবং নীলকমল বিদ্যানিধি

সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করা হয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রণীত *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটির ওপর গবেষণা-সন্দর্ভ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বেদবিষয়ক অধ্যাপিকা ডঃ মৌ দাশগুপ্ত মহাশয়ার আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত *সেক-শুভোদয়ার* বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা গবেষণাকার্যের প্রতি অনুপ্রেরণা দান করেছে। এর ফলে গবেষণাকর্মের অগ্রগতি ঘটেছে। ছন্দ বিষয়ে লেখা কিছু গবেষণাপ্রবন্ধ পাওয়া গেছে। সীতানাথ সামাধ্যায়ী সম্পাদিত *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থটি গবেষণাকার্যের সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। অধ্যাপক তপন শঙ্কর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে প্রকাশিত *Vedāṅga*s নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলনে ছন্দোবিষয়ক কয়েকটি গবেষণা-নিবন্ধ রয়েছে, যেমন- পার্থসারথি শীল মহাশয়ের বৈদিক ছন্দের বৈশিষ্ট্যপ্রসূত বিজ্ঞান উন্মোচন', দিলীপ পণ্ডা মহাশয়ের 'ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য...', জগদীশ রণ্ডানের 'বেদাঙ্গরূপে ছন্দের মহিমা অপার'- এইসব গবেষণা নিবন্ধগুলি ছন্দঃশাস্ত্রের সমীক্ষাত্মক আলোচনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছন্দঃশাস্ত্রের এইসব গবেষণাধর্মী আলোচনা নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের একটি উপবিভাগ- *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* নামক অংশের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নে পাথেয় হয়েছে। বিহার ও ওড়িশার মুখপত্রে প্রকাশিত *মীমাংসাসর্বস্ব* (প্রথম তিনটি অধ্যায়) গ্রন্থটি গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় সহায়ক হয়েছে। Archaeological Survey of India থেকে প্রকাশিত *Epigraphia Indica, Vol. XXV* গ্রন্থের 'Halayudhastotra from the Amaresvara temple' প্রবন্ধ থেকে হলায়ুধের ব্যক্তিপরিচিতির সংশয়গত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। International Journal for Research in Engineering Application & Management (IJREAM, Vol. 05) পত্রিকাটিতে ডঃ সূপম মুখার্জীর '*Sanskrit*

Literature under The Patronage of The Sena Rulers in Bengal' প্রবন্ধে আচার্য হলায়ুধ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা গবেষণাকার্যের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে। এইসব পূর্বকৃত গ্রন্থরাজি ও নিবন্ধ গবেষণা-সন্দর্ভের কার্যকে নতুন মাত্রা দান করেছে।

গবেষণার অবকাশ (Research Gap) :

সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে আচার্য হলায়ুধের রচনাবলির সামগ্রিক মূল্যায়নকে অবলম্বন করে ইতিপূর্বে সমীক্ষাত্মক আলোচনা বিশেষ কিছু হয়নি। তবে পৃথক পৃথক ভাবে হলায়ুধের কয়েকটি গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* একটি মূল্যবান সংস্করণ। *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটির ওপর গবেষণা-সন্দর্ভ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী এইসব গবেষণামূলক কার্যের মধ্যে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তি পরিচিতি নিয়ে যে সংশয় জাগে তার কোনওরকম নিরসন করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়াও পূর্ববর্তী গবেষণা-সন্দর্ভগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে তাঁর কৃতি-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাই আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তি পরিচিতির সংশয় দূরীকরণের চেষ্টা করা হবে এবং আচার্য হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা-কার্যের গুরুত্ব (Importance) :

'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা' নামক নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভটিতে হলায়ুধ নামে একাধিক আচার্যের ব্যক্তিগত পরিচিতির সমস্যা ও তার নিরসনের চেষ্টা করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে হলায়ুধ নামে ভিন্ন ভিন্ন যে সমস্ত আচার্য

রয়েছেন তাঁদের পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কৃতিসমূহেরও পরিচয় দেওয়া হবে। গবেষণা-সন্দর্ভে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের রচয়িতা, যিনি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী রূপে পরিচিত সেই হলায়ুধভট্টের বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হবে। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টের রচনাসমূহের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নও আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভটির অন্যতম গুরুত্ব। হলায়ুধের নামে রচিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টেরই রচনা কি না– তারও সংশয় নিরসনের চেষ্টা করা হবে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে। এই বঙ্গদেশীয় হলায়ুধ রচিত গ্রন্থগুলির বিশেষ অধ্যয়নের সময় নানা আঙ্গিকে গ্রন্থগুলির বিচার করা হবে, যা আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী সময়ে যাঁরা আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত অন্যান্য রচনাগুলি বিষয়ে গবেষণা করবেন তাঁদের নিকট আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমরা আশাবাদী।

গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology) :

'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা' শিরোনামে নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার জন্যে পূর্বপ্রকাশিত নানাবিধ মুদ্রিত গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা একটি অনিবার্য বিষয়। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করা হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগার- এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহালয়- তাই এই সমস্ত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ করা হবে। যে সমস্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকা সত্ত্বেও জীর্ণতার কারণে ব্যবহারের অনুপযুক্ত, অন্তর্জাল

ব্যবহারের মাধ্যমে সেই গ্রন্থগুলির অনুসন্ধান করা হবে। অনুসন্ধানবিধি বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে গবেষণাপ্রকল্পটি রূপায়িত করার চেষ্টা করা হবে।

উপসংহার (Conclusion) :

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে হলায়ুধ নামধারী ব্যক্তির অভাব নেই। গবেষণা-কার্যের যতই অগ্রগতি ঘটেছে ততই যেন নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আর তাতেই মনের মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছে নতুন তথ্য জানার আগ্রহ। এই মনোভাবের ফলস্বরূপ নতুন তথ্য পাওয়াও গিয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ও তথ্য অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে সংস্কৃত সাহিত্যে হলায়ুধ নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন। একজন ছিলেন সেনবংশীয় সম্রাট লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী ও ধর্মাধ্যক্ষ এবং অন্যজন ছিলেন রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভার সভাকবি। কেউ কেউ আবার পরমার রাজবংশীয় মুঞ্জের সভাকবি হিসেবেও হলায়ুধের উল্লেখ করেছেন। তবে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই মতামতকে খণ্ডন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* বা *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* লেখক রূপে যে হলায়ুধভট্ট ছিলেন তিনি সেনবংশীয় সম্রাট মহারাজ লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধিকারী ছিলেন[2]। *সেক-শুভোদয়ার* রচয়িতা রূপেও একজন হলায়ুধভট্টের নাম জানা যায়। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসেবে তাঁকে ধরা হলেও বিখ্যাত ভাষাবিদ সুকুমার সেন এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তাঁকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, অন্য কেউ হয়তো হলায়ুধের নামে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গবেষণা-নিবন্ধে হলায়ুধের পরিচয়গত সমস্যার সমাধান করে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসেবে আচার্য হলায়ুধভট্টের কৃতিসমূহেরই বিশ্লেষণপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

[2] কবি. শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.), ভূমিকা অংশ|

গ্রন্থপঞ্জি

সংস্কৃত-পুস্তক :

পিঙ্গলাচার্যঃ। *ছন্দঃশাস্ত্রম্, হলায়ুধভট্টবিরচিতয়া মৃতসঞ্জীবনী, মধুসূদনসরস্বতীপ্রণীতয়া ছন্দোনিরুক্তিশ্চ*। সম্পা. অনন্তকৃষ্ণ-শর্মা। দিল্লী : পরিমল পব্লিকেশন্স, ২০০১

ভট্টাচার্য, দুর্গামোহন (সম্পা.)। *ছান্দোগ্যব্রাহ্মণম*। কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৮

হলায়ুধ। *অধিধানরত্নমালা*। সম্পা. আচার্য প্রিয়ব্রত শর্মা। বারাণসী : চৌখম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, ২০১৩

হলায়ুধ। *কবিরহস্য*। (সম্পা.) শৌরীন্দ্রমোহন-ঠাকুরঃ। কলকাতা : রয় প্রেস, ১৮৭৯

বাংলা-পুস্তকমালা :

পিঙ্গল, *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম* (সম্পা.) সীতানাথ সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য এবং অমর কুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৪

হলায়ুধ, *কবিরহস্যম* (সম্পা.) রামনাথ ভট্টাচার্য্য। বাংলা অনু. কালীপদ-সিদ্ধান্তশাস্ত্রী। কলকাতা: দি সংস্কৃত বুক ডিপো প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

হলায়ুধ। *ব্রাহ্মণসর্বস্বম* প্রথম খণ্ড, (অনু.) বিশ্বনাথ মাইতি। কলকাতা : শ্রীগুরু প্রকাশনা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

হলায়ুধ। *ব্রাহ্মণসর্বস্বম* (সম্পা.) তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ। কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (তৃ. সং.)।

English books :

Altekar, A. S. *The Rāshtrakūtas and Their Times*. Poona : Oriental Book Agency, 1934.

****